১৭১ ~~১৬০~~

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

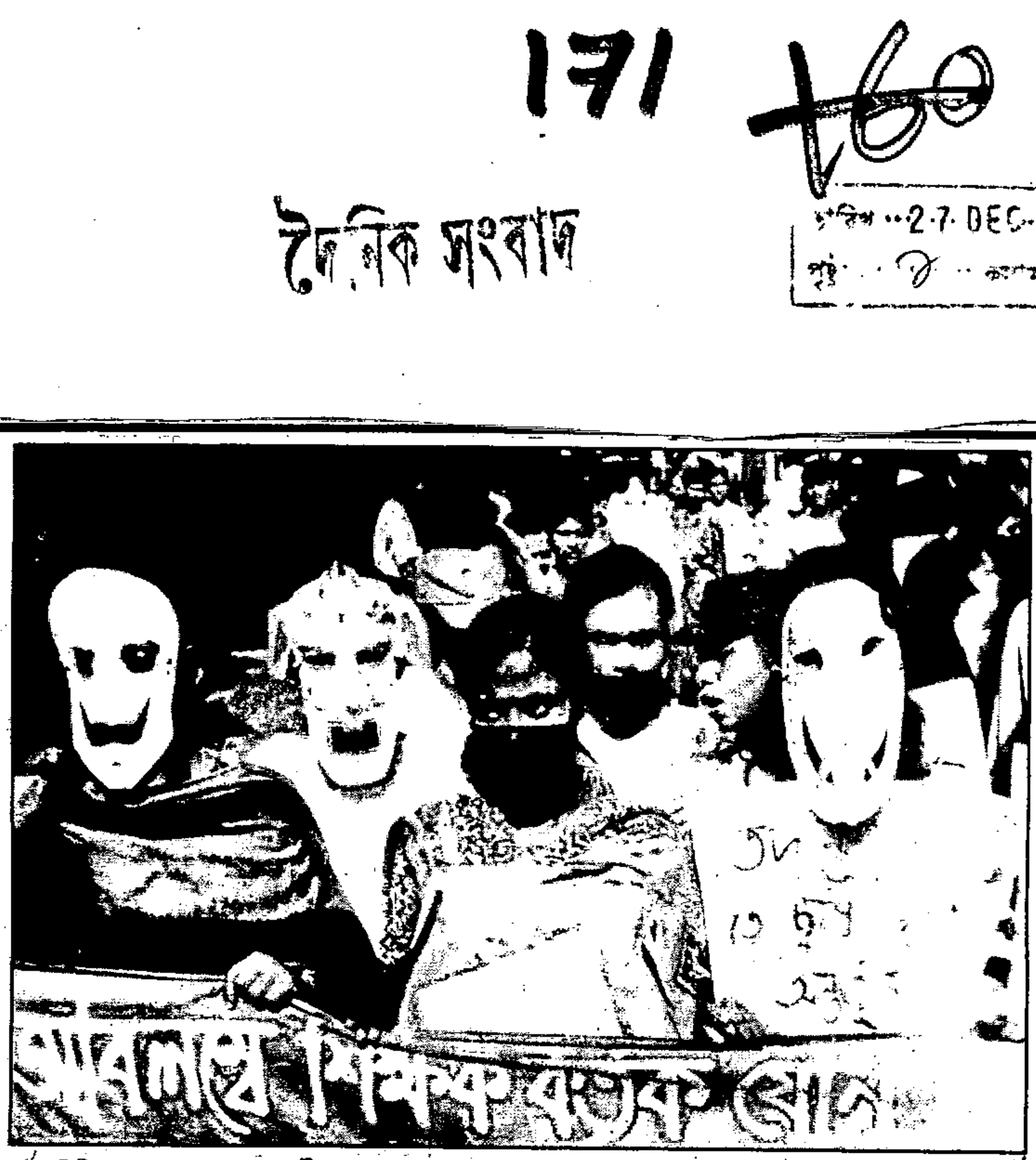

যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের শাস্তির দাবিতে গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখে মুখোশ ও কালো কাপড় বেঁধে মিছিল — সংবাদ

ঢাঃ বিঃ পরিবেশ পরিষদে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়নি

ক্যাম্পাস উত্তপ্ত ঃ দুর্বৃত্ত শিক্ষকদের শাস্তি দাবিতে কর্মসূচি, বাধা দেয়ার ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ দুর্বৃত্ত শিক্ষকদের বিচার ও শাস্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আজ অভিযুক্ত শিক্ষকদের কুশপুত্তলিকা দাহ করার কর্মসূচি নিয়েছে। গতকাল মিছিল হয়েছে মুখে কালো কাপড় বেঁধে, মুখোশ পরে।

অন্যদিকে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাবমূর্তি রক্ষা'র জন্য মাঠে নেমেছে। তারা কুশপুত্তলিকা কর্মসূচির বিরোধিতা করার ঘোষণা দিয়েছে।

গোটা বিষয় নিয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত পরিবেশ পরিষদের সভায় দীর্ঘ সাড়ে ৫ ঘন্টা আলোচনার পরও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। পরিষদের সভায় ৪টি আহ্বান জানানো হলেও তা সর্বসম্মত নয়।

যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা গতকাল সকাল ১১টার দিকে মুখে কালো কাপড় বেঁধে এবং হাতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করে। ডাকসু ভবন থেকে শুরু করে মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণশেষে আবার ডাকসুর সামনে এসে শেষ করে। এ সময় তারা অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আবার ৬ দফা দাবির ঘোষণা দেয়। দাবিসমূহ হচ্ছেঃ যৌন হয়রানিবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন, যৌন নিপীড়নের অভিযোগ নির্ভয়ে দাখিল করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শহীদুজ্জামানসহ সকল যৌন নিপীড়ক শিক্ষককে অবিলম্বে বরখাস্ত করা, যৌন নিপীড়ক শিক্ষক রুহুল আমিনের পুনর্নিয়োগ বন্ধ, সকল তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ এবং তদন্ত কমিটিতে ছাত্রী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।

পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি' রক্ষার নামে স্বল্পসংখ্যক ছাত্র একটি মিছিল বের করে। এ মিছিলে ক্যাম্পাসের একটি প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের দেখা গেছে। মিছিলটি ক্যাম্পাসে উত্তেজনাপূর্ণ শ্লোগান ও বক্তৃতা দেয়। তারা সমাবেশে ঘোষণা দেয়, যেকোন মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি তারা রক্ষা করবেই। অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ **ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৫**

ক্যাম্পাস ঃ উত্তপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোন আন্দোলন করতে পারবে না। এ সময় তারা আরো ঘোষণা দেয় যে, যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রী ঘোষিত রোববারের কর্মসূচিও তারা সফল হতে দেবে না।

উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিবেশ পরিষদের সভায় দীর্ঘ সাড়ে ৫ ঘন্টা আলোচনার পরও সর্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের আংশিক সম্মতিক্রমে এ সভায় ৪টি সিদ্ধান্ত আহ্বান আকারে ঘোষণা দেয়া হয়। তবে, এ আহ্বানে কিছু ছাত্র সংগঠন আংশিক এবং কিছু ছাত্র সংগঠন পুরোপুরি বিরোধিতা করে।

আহ্বানগুলো হচ্ছে, (১) তদন্ত কমিটি অবিলম্বে রিপোর্ট প্রকাশ করবে। রিপোর্ট প্রকাশের আগে এমন কিছু করা যাবে না, যা শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করে। (২) কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া অন্যায়ভাবে কোন অভিযোগ আনা যাবে না। তবে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে তা যাচাই করে [illegible]বে। (৩) কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে [illegible]বা কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে [illegible]মী ১১ দিনের মধ্যে তদন্ত কমিটির [illegible]ছে তা পেশ করতে হবে এবং (৪) যদি [illegible]উ এ আহ্বান অগ্রাহ্য করে উস্কানিমূলক [illegible]সূচি গ্রহণ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]ার পরিবেশের অবনতি ঘটানোর চেষ্টা [illegible]র তবে তাদেরকে পরিবেশ পরিষদের ক[illegible]ছে জবাবদিহি করতে হবে।

এ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হওয়ার আগে ক্যাম্পাসের পরিবেশ ও শিক্ষকদের ভাবমূর্তি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন উপাচার্যের আহ্বানের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। অপর কয়েকটি ছাত্র সংগঠন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন ও দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা ও সংহতি প্রকাশ করে। তবে গত রাতে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হয়েছে।

[illegible]ভায় উপাচার্য ছাড়াও প্রক্টর ডঃ কে এম নূর উন নবী, সহকারী প্রক্টর ফাতেমা বেগম এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-[illegible]দের মধ্যে অজয় কর খোকন, সাজ্জাদ হোসেন, এ কে এম আজিম, নুরুল ইসলাম, হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, নাদিরা সুলতানা নদী, জোনায়েদ সাকী, উজ্জ্বল, বালো, তাসলিমা আখতার, করিম শিকদার, জিয়াউল হক জিমি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।